কী দেখতে গিয়ে আসলে কী দেখছি
অনলাইনে নারীকে ঘিরে তৈরি করা 'আগ্রহ'

উদিসা ইসলাম

শুরুতে বলে নিতে চাই। যেকোনো বিষয় একবার উৎপাদনের পর পুনরায় তার প্রকাশের উদ্যোগে পুনরুৎপাদনের দায় তৈরি হয়। এই লেখায় আলাপটা হলো অনলাইনে প্রকাশিত নানা প্রতিবেদন, সেখানে ব্যবহারকৃত অযথা জুড়ে দেওয়া ছবি এবং সেগুলো নিয়ে সামাজিক মাধ্যমগুলোতে শেয়ার দেওয়ার যে প্রবণতা সেটার পিছনের কারণগুলো খুঁজে দেখা। তবে পাঠককে মনে রাখতে অনুরোধ করব : ভেবে দেখুন, যখন কোনো কিছু নিয়ে আলাপ উঠবে তখন সেটা সামনে এগিয়ে দিলে বিষয়টা নিয়ে অনেক কিছু বলা লাগে না। সেইক্ষেত্রে প্রকাশিত বিষয়টা যদি বিশ্লেষণের দরকার পড়ে, তাহলে সেটার উপস্থিতি জরুরি। এই বিবেচনায় অনলাইনে প্রকাশিত যেসব প্রতিবেদনের স্ক্রিনশট এখানে পুনঃপ্রকাশিত হচ্ছে, সেগুলোকে 'টেক্সট' হিসেবেই গ্রহণ করা হয়েছে।

আজকাল আমাদের সময় কাটানো এবং নিজেদের আপডেট রাখার জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কোনো বিকল্প নেই। মানুষ অনেকটা সময় এই মাধ্যমে কাটায়। আর যখনই মানুষ সময় কাটাবে, তখনই বিভিন্ন নিউজ মিডিয়া এবং আরো কিছু সেখানে তাদের উপস্থিতি চাইবে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রতিটি নিউজ পোর্টাল তাদের নিজেদের মতো করে ফেসবুক, টুইটার, লিঙ্কডইন-এ যোগাযোগের রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কেবল কি রাস্তা দেখানো? অনলাইনের ক্ষেত্রে 'হিট' যত বেশি হয়, তত বেশি পরিচিতি লাভ হয় এবং আয় বাড়তে থাকে। আর এজন্য যত বেশি অনলাইন লিঙ্কে ক্লিক করা হবে, তত ভালো। সেই পথ ধরে অনলাইনগুলো সবার আগে যেটা ঠিক করে তাহলো 'চটকদার' নিউজ উপহার দেওয়া। এসব প্রতিবেদনে সাধারণ যে সকল প্রবণতা দেখা যায়, সেগুলো দেখা যাক :

১. নিউজ যাই হোক ছবি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সুড়সুড়ি তৈরির প্রবণতা;
২. কখনো কখনো অপ্রাসঙ্গিক ছবি;
৩. হেডলাইনের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ছবি;
৪. হেডলাইনে অসংলগ্ন ভাষা।

উপরের চারটি প্রবণতার বিষয়-সম্বলিত প্রতিবেদনগুলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা শেয়ার দেন নিজেদের তাগিদেই। আর সেখান থেকে সেটা শেয়ার হতে হতে সবার নজরে আসতে শুরু করে।

সম্প্রতি বাংলাদেশে বাংলায় কতগুলো (নিউজ) পোর্টাল আছে তার তালিকা করে ওঠা মুশকিল, তবে অসম্ভব নয়। নিউজ শব্দটা বন্ধনিতে আবদ্ধ করার কারণ, এগুলো আদৌ নিউজ কি না সেটা নিয়েও বিস্তর আলাপের জায়গা আছে।

তাজাখবরনিউজ নামে একটি পোর্টাল থেকে এমন এমন কিছু নিউজ প্রকাশিত হয় যে গত একমাসের মধ্যে এই অনলাইনটি সবার জানাশোনার আওতায় এসে যায়। একের পর এক এ ধরনের খবর তারা শেয়ার দিতে থাকে। তাদের হাজার হাজার শেয়ার হওয়া একটি প্রতিবেদন হলো ৮৫ হাজার টাকায় কুমারিত্ব ফিরবে সংক্রান্ত। নিউজের সাথে যে ছবিটি ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে দেখা যায় শুয়ে থাকা এক মেয়ের ছবি। এই প্রতিবেদনে কুমারিত্ব কী, সেটা ৮৫ হাজার টাকায় কীভাবে ফিরিয়ে আনা যাচ্ছে সেটা নিয়ে বিস্তারিত জানা যাবে। কুমারিত্ব যে আসলে 'প্রয়োজনীয়' বিষয়, সেটি এই প্রতিবেদন পুনঃপ্রতিষ্ঠার তাগিদ বোধ করে। মেয়েটির যে ছবিটি দেওয়া হয়েছে সেটায় পুরুষের হাতের অংশও দেখানো হয়েছে। আপনি ছবিটির দিকে তাকালে প্রথম যে বিষয়টা অজান্তেই মনে আসবে তা হলো– নারীর কুমারিত্ব যায় পুরুষের হাত দিয়ে। সেই কুমারিত্ব ফিরিয়ে দেওয়ার পদ্ধতি

বের হয়েছে।

ফেসবুকে যারা নানা সময়ে এই নিউজ শেয়ার দিয়েছেন তাদের কয়েকজনের সাথে যোগাযোগ করে জানা গেছে এক ভয়াবহ তথ্য। তাজা খবরের বিষয়ে একটি ঝামেলায় পড়েছেন পাঠকরা। সামাজিক মাধ্যমে ছবি ও রিপোর্টের লিঙ্ক দেখে ক্লিক করে দেখেছেন নিউজ না এসে লাইকের অপশন আসছে; এবং নিউজটি পড়তে গেলেই আগে লাইক বাটনে ক্লিক পড়ে এবং আপনি সুনির্দিষ্ট স্টোরিটা শেয়ার করেছেন ও লাইক করেছেন বলে প্রদর্শিত হয়।

বলে নেওয়া ভালো, লেখার জগৎ আগে বিচ্ছিন্ন কর্ম হিসেবে থাকলেও এখন তা সামাজিক যোগাযোগের পরিসর তৈরি করেছে। ইন্টারনেটের আগে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যোগাযোগটা হতো একজনের সাথে আরেকজনের 'সরাসরি'। আর এখন সিঙ্গেল একটা পোস্ট দিয়ে হাজার হাজার মানুষের সাথে যোগাযোগ করা যায়। আর সেটা করতে গিয়ে আমাদের সতর্কতার জায়গা না থাকলে সেটা বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে। এ ধরনের লিঙ্কের উদ্দেশ্য বোঝা যায় এই শেয়ার ও লাইক বাণিজ্যের ধরনটা খেয়াল করলেই।

উপরে যে নিউজের কথা বলা হচ্ছিল, সে ধরনের নিউজ কেবল অপরিচিত কিছু নিউজপোর্টাল করে এমন নয়। বাংলানিউজ২৪ডটকম, বিডিনিউজ২৪ডটকম-এর মতো জনপ্রিয় নিউজপোর্টালও এমন কাজ করে। এমনকি প্রথম আলোতেও সুড়সুড়িওয়ালা নিউজ দেখা যায় অনলাইন ভার্সনে, যেটা নিউজপেপারে দেখা যায় না।

যেমন একটি নিউজ, রাজীব হাসানের নাটকে খোলামেলা নায়িকা প্রভা। নায়িকা প্রভা সম্পর্কে নানান সময় নানা নেতিবাচক নিউজ দেখা গেছে। ফলে তার সম্পর্কে নিউজের হেডলাইনে এ ধরনের ইঙ্গিত দিলে অনায়াসে শেয়ারের নিশ্চয়তা বাড়ে। এই শিরোনামে 'খোলামেলা নায়িকা' শব্দটি খেয়াল করবার বিষয়; কারণ এই শব্দটা ব্যবহারের ফলে নিউজে ক্লিক করার প্রবণতা বাড়ে। প্রভা ঠিক কতটা খোলামেলা আর খোলামেলা মানে আসলে কী, সেই প্রশ্নগুলো নিয়ে নিউজটা পড়ার আগ্রহ জন্মায়। আরেকটা লক্ষ করার মতো বিষয় হলো, এসব রিপোর্ট আমাদেরই আশেপাশের মানুষেরা শেয়ার দেন, যাদের আমরা সংবেদনশীল হিসেবে চিনি, জানি তারাও এটাকে ঠাট্টা করার ছলে শেয়ার দেন। অজান্তে শেয়ার দেন বটে কিন্তু তিনি আসলে ওই নিউজের প্রবণতাকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

খেয়াল করলে দেখা যাবে, এর পরের ছবিটি সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী কোনো ব্যক্তি প্রকাশ করেন নি, প্রভার ছবিটির ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল। এটা যাদের নিউজ সেই বিডিনিউজ নিজেরা শেয়ার দিয়েছে প্রথমে। নেইমারের বান্ধবীকে পছন্দ বালোতেল্লির! কোন শব্দ এবং ছবি মানুষকে টেনে নিয়ে যাবে সেটার প্রধান ও অন্যতম বিষয় হচ্ছে 'যৌনতা'। একজনের বান্ধবীকে আরেকজনের পছন্দ শোবিজের বড়ো খবরই বটে। তবে সেই খবরে এমন ছবি দেওয়া হয় যে, কেন, কী কারণে নেইমারকে আলোতেল্লির পছন্দ হলো সেটা পড়ার আগ্রহ খুব বেশি হবে না, কিন্তু ক্লিক পড়বে হাজারে হাজার। এসব ছবি প্রকাশের মধ্য দিয়ে যৌন-নারীর উপস্থিতি এবং নারীকে এর বাইরে না দেখতে চাওয়া ও চাওয়ানোর প্রচেষ্টা আছে।

Home জাতীয় বেশ্যা নামে খ্যাত পুলিশ কন্যা ঐশী কারাগারে

বেশ্যা নামে খ্যাত পুলিশ কন্যা ঐশী কারাগারে

7:38 pm, August 24th, 2013

আদালত প্রতিবেদক, ঢাকা :বেশ্যা নামে খ্যাত পুলিশ কন্যা ঐশী কারাগারে মা- বাবাকে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় রিমান্ড শেষে আদালতে স্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দি দেয়ার পর পুলিশকন্যা ঐশী রহমানকে কারাগারে পাঠিয়েছেন বিচারক। শনিবার ঢাকার আদালতে খাস কামরায় জবানবন্দি নেয়ার পর এই কিশোরীকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন মহানগর হাকিম আনোয়ার সাদত।

ঐশীর পক্ষে জামিনের আবেদনও জানানো হয়েছে। এই আবেদনের শুনানি রোববার ঢাকার হাকিম আদালতে হবে। জিজ্ঞাসাবাদের জ পাঁচ দিন হেফাজতে রাখার পর শনিবার দুপুরে ঐশীকে ঢাকার আদালতে নেয় পুলিশ। তার সঙ্গে নেয়া হয় বন্ধু মিজানুর রহমান রা ও শিশু গৃহকর্মী খাদিজা খাতুন সুমীকেও।

উপরে আলোচিত ছবি ও নিউজ দুটো ছিল শো-বিজ বিনোদন জগতের সাথে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু যখন

এর বাইরে ঐশীকে নিয়ে আমরা নিউজ বানাই, তখন সেটাকেও আমরা বিনোদনেরই বস্তু বানিয়ে দিই। যখন মেয়েটি সামাজিকভাবে বেড়ে ওঠার ভ্রান্তির কারণে একটা অপরাধে সংশ্লিষ্ট হয়েছে কি না সে প্রশ্নেরই সমাধা হয় নি, তখন আমরা তাকে বিনোদনের বস্তু বিবেচনা করে নিউজের ভাষা বদলে দিতে থাকি। এসব নিউজের ক্ষেত্রে আমি কোট আনকোট ব্যবহার করব, কারণ এসব আদতে কোনো নিউজ না। বাংলাদেশ২৪ডটকমের নিউজটি দেখুন। এই ভাষায় সিদ্ধান্ত দেওয়ার দায়দায়িত্ব তারা নিজেরাই নিয়ে নিয়েছে। সেখানেই শেষ না, তারা ঐশীর ছবিও প্রকাশ করেছে।

২০০৯ সাল থেকে দীর্ঘ আন্দোলনের ফসল হিসেবে আইনজীবী ও নারীনেত্রীরা হাইকোর্টের একটি বিশেষ আদেশ পান। যেখানে স্পষ্ট করে বলা আছে নারীর ছবি ছাপা, নারীর খবর উপস্থাপনসহ আরো অনেক বিষয়। কিন্তু অন্য আরো নানান ক্ষেত্রে আমরা যেমন নির্দেশ অমান্য করে অনিয়মটাকেই নিয়ম বানিয়ে ফেলি, এখানেও তাই হয়েছে। আরেকটি বিষয় মাথায় রাখার আছে, এসব আমরা করি কেবল সেসব নারীদের ক্ষেত্রেই, যারা সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল।

ঐশীর বাবা-মার লাশ পাওয়া গেল। তারা নিহত হয়েছে কীভাবে তা জানার আগেই আমরা একের পর এক ঐশীকে দোষারোপ করতে থাকি– মেয়েটি ভালো না, মেয়েটি মাদকাসক্ত, মেয়েটির প্রেম ছিল, মেয়েটি অবাধ্য। স্মরণ রাখতে অনুরোধ করি, ঐশীকে ডিফেন্ড করা আমার লক্ষ্য না। আমি কেবল বলতে চাই, অপরাধীর অপরাধের সামাজিক, বিচারিক সব ধরনের ব্যবস্থাই যেখানে আমাদের তৈরি করা আছে, সেখানে নিউজের নামে ব্যক্তিকে এভাবে উপস্থাপন করা বৈধ কি না। যখন প্রয়োজনহীনভাবে সেটা করা হয় তখন আমার প্রশ্ন হলো, কেন এটা করার দরকার পড়ে?

যে ৬টি কারণে মেয়েরা আকৃষ্ট হয় "খারাপ" ছেলেদের প্রতি!
www.priyo.com
অনেক উগ্র ও বখাটে ধরনের ছেলেদের প্রতি দেখা যায় মেয়েদের দুর্নিবার আকর্ষণ। অথচ পাশে থাকা চমৎকার ছেলেটিকে যেন নজরেই পড়ে না। আসলে উগ্র ছেলেদেরকে কিছু মেয়ে সাহসী ভাবে এবং তাদের সাথে

Share

Mushfique Wadud via **PRIYO.com**
School a admission neyer agey kharap hower coaching a vorti howa dorker chilo 😃
Like · Comment · 1 1 · about an hour ago ·

এসব নিয়ে ভাবতে গিয়ে নিজের মনেই প্রশ্ন উঠেছে– আসলে বিষয়টা কী? এসব পাত্তা না দিলে কী হয়? কিংবা এসবকে নিয়ে ভেবে এই অজানা পোর্টালগুলোকে বেশি জনপ্রিয় করে তোলা হচ্ছে কি না। এসব পোর্টাল ইতোমধ্যে যথেষ্ট পরিচিত আমাদের কাছে; এবং সব ধরনের পোর্টালকে নিয়েই কথা হচ্ছে। যখন আমরা ঐশী এবং সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে এক ধরনের বিমূঢ় অবস্থার ভেতর

দিয়ে যাচ্ছি, তখন তাকে নিয়ে কী ভাষায় নিউজ হচ্ছে সেটা আমরা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছি। সংশ্লিষ্ট নিউজটি লক্ষ করা যাক : বলা হচ্ছে 'বেশ্যা নামে খ্যাত'। কে তাকে এই বেশ্যা নাম দিলো? আর বেশ্যা নামে খ্যাত বলেই কি ঐশী তার বাবা-মাকে খুন করেছে? 'বেশ্যাদের দ্বারা সব সম্ভব'– এ কোন ধরনের বিকৃতি? কোন ধরনের বিবেচনা?

আমাদের সমাজে খবরের একটা অন্যতম উপাদান হিসেবে 'যৌনতা'কে নেতিবাচক উপস্থাপনায় হাজির করার প্রবণতা আছে। কেননা, সেটা একইসাথে উপভোগ্য এবং সামাজিক কাঠামোর ধরনের কারণে 'বিশ্বাসযোগ্যতা'ও পায়। উপভোগ্য হয়ে ওঠে বিষয়বস্তু। আর যিনি পাঠ করছেন তিনি যখন নিউজের আদলে সেটাকে দেখছেন, তখন সেটাকে বিশ্বাস করতে আগ্রহী হয়ে উঠছেন। এতে করে পাঠকের ভেতর আরো কিছু জানার আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়।

যেকোনো ইমেজ প্রচার-পুনঃপ্রচারের আগে কিছু বিষয় মেনে চলার কথা বলা হয়ে থাকে। অনবরত আমরা ছবি, ভিডিও এবং নানা পোস্ট দিতে থাকি, নিজেরা বা অনলাইন পোর্টালের কর্তারাই তা করে থাকেন। যেকোনো বিষয় শেয়ার করতে চাইলে, লাইক করতে চাইলে সে বিষয়ে যথেষ্ট বিবেচক হতে হবে– ব্যক্তি বিবেচক হবেন। টেক্সট, ছবি বিষয়ে একমত না হলে কেবল ঠাট্টা বা মজা করার জন্য এসব ক্লিক না করলে পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে পারে। মনে রাখা ভালো, ইমেজ নিয়ে খেলা চলে অবিরাম। এটা করার মানে হলো : আপনার প্রচারের যেকোনো ছবি যেকোনো সময় অন্য মিনিং তৈরি করতে পারে।

ফেসবুকে প্রিয়ডটকমের শেয়ার অন্য অনেকের তুলনায় বেশি। কেননা এখানে জানানো হয় আজব কিছু বিষয়– যে ৬ কারণে মেয়েরা খারাপ ছেলেদের প্রতি আকৃষ্ট হয়, যে জেলার ছেলেরা স্বামী হিসেবে ভালো, এরকম আরো নানা বিষয়। মজার বিষয় হলো, এই নিউজকে টিজ করে যদি আপনি

কিছু কমেন্ট করতে যান, সেক্ষেত্রে দেখবেন আপনার ফেসবুকে সেটা শেয়ার হয়ে গেছে। নিউজটার নিচে একটি কমেন্ট দেখা যাচ্ছে। কমেন্টটা পড়ে এটা আমার একবারও মনে হয় নি যে, তিনি নিউজটা পড়ে মজা পেয়েছেন। তিনি এক ধরনের বিরক্তি প্রকাশ করলেও শেষ পর্যন্ত শেয়ার-বাণিজ্যের ফাঁদে পড়েছেন।

যখন প্রিয়ডটকম একের পর এক এ ধরনের প্রতিবেদন নিয়ে ব্যস্ত, তখন সবাইকে অবাক করে দিয়ে প্রথম আলো আসে এই মাঠে। তারাও বলতে শুরু করেন এই শিরোনাম দিয়ে– যে সব নারীর সাথে সম্পর্কে জড়াবেন না। রিপোর্টে বলা আছে, এই প্রতিবেদন তারা করেছেন টাইমস অব ইন্ডিয়া অবলম্বনে। সে যাই হোক। প্রথম আলো আরো অনেক কিছুর বিষয়েই প্রতিবেদন প্রকাশ করেন না, এই বিষয়ে করলেন কেন? কারণ সেই একই রেসে প্রথম আলো অনলাইনও নেমে পড়েছে। তবে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য করতে এবং গা বাঁচাতে তারা রেফারেন্স হিসেবে টাইমস অব ইন্ডিয়ার কাঁধে চড়েছেন।

এরপর আরেকটি প্রতিবেদনের কথা উল্লেখ করতে চাই। একজন নারী এক জীবনে অন্তত চারজন পুরুষের সঙ্গ লাভ করে। কিন্তু একজন পুরুষ? তার কোনো উল্লেখ দেখি না। আর উল্লেখ করলেও সেটা কোথাও প্রচারিত হতে দেখি না। দেখি না, কারণ পুরুষের একাধিক সঙ্গলাভ গ্রহণযোগ্য, নারীর তা না। কোনো নারী একাধিক পুরুষের কাছে যান, এটা অনেকের জন্য লোভনীয় আকাঙ্ক্ষিত একটা খবর। শিরোনামটা পড়ার সাথে সাথে যেটা মনে হয়–

১. নারীর শয্যাসঙ্গীনি হবেন অবশ্যই একজন;
২. একাধিক শয্যাসঙ্গিনী মানে তিনি প্রথমটা মানছেন না, এটা অপরাধ;
৩. নারীর যেমন হওয়ার কথা, এই নারী সেই ক্যাটাগরিতে পড়ছেন না;
৪. নারীর কেমন হওয়া উচিত, নিউজটি সেটাও আরেকবার স্মরণ করিয়ে দেয়;
৫. খারাপ নারীরাই একাধিক শয্যাসঙ্গিনী লাভ করে।

এভাবে যদি আপনি এগিয়ে যেতে থাকেন তাহলে ভেতরের টেক্সট না পড়ে, কেবল শিরোনাম পড়েই আপনি আরো আরো অনেক কিছু আন্দাজ করতে চাইবেন; এবং এই আন্দাজ করার সক্ষমতাকে বাড়িয়ে দিতেই এ ধরনের প্রতিবেদন হাজির করা হয়, যার শিরোনামে চটকদারিত্ব প্রয়োগেরও চেষ্টা থাকে। নারীর জন্য সমাজটা কেমন হবে তার একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দাঁড় করিয়ে দিতে চায় যে সমাজ, সেই সমাজের প্রতিনিধিরাই এই প্রতিবেদনের কাজ, প্রচার ও প্রসারের কাজে নিয়োজিত। এটা কেবল পুরুষদের উদ্দেশ্যে বলা নয়, যে নারীরা ক্ষমতা কাঠামোর কাছাকাছি রয়েছেন তাদের 'পরিবর্তিত' দৃষ্টিভঙ্গিও একই কাজ করে। সেখানে নারীর উপস্থিতি এবং উপস্থাপনে সংবেদনশীলতা কোনোভাবেই স্থান পায় না।

লক্ষ করার মতো বিষয় হলো, যারা এসব প্রতিবেদন প্রচার করতে অভ্যস্ত এবং পাঠকদের অভ্যস্ত করে তুলতে সচেষ্ট তারাই কিন্তু আবার তাদের দায়িত্বের কথা বলতে সরব হয়ে ওঠেন। বাংলানিউজে প্রকাশিত 'চটকদার' একটি প্রতিবেদনের কথা শুরুতেই বলা হয়েছে। সেই একই অনলাইন পত্রিকা আপনার সামনে আরেকটু গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর চেষ্টা নিয়ে হাজির হয় যখন তারা প্রতিবেদন প্রকাশ করেন এই শিরোনামে– অশ্লীলতামুক্ত থাকুক অনলাইন পত্রিকা। একজন নিয়মিত পাঠক হিসেবে আপনি যখন এই গুরুদায়িত্ব পালনকারী প্রতিষ্ঠানকে জানবেন, তখন আপনি অনেক বেশি গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকবেন। এই পত্রিকা যখন পরবর্তী সময়ে খোলামেলা প্রভার নিউজ প্রকাশ করবে তখন আপনার মনে হবে– এটা গ্রহণ উপযোগী, কেননা তাদের দায়িত্বশীলতার পরিচয় আপনার কাছে আছে।

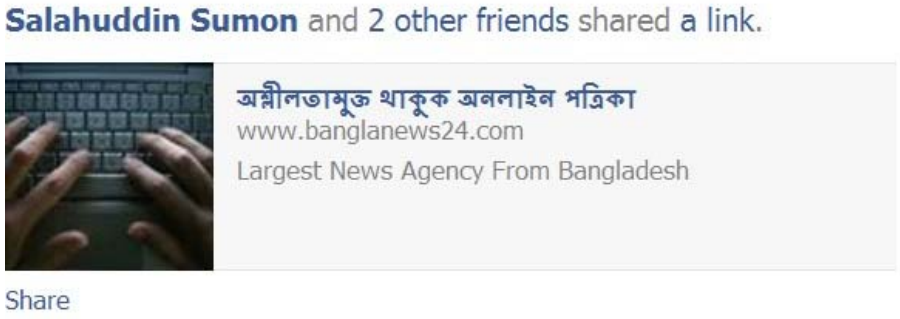

অনলাইন বিষয়টিই আমাদের কাছে অনেক নতুন। গত পাঁচ-ছয় বছরে এর যে সরব উপস্থিতি আমাদের জীবনে তা আশার জায়গা তৈরি করার কথা। কিন্তু তাদের অদায়িত্বশীল যাচ্ছেতাই প্রকাশের প্রবণতা, এই মাধ্যমকে শুরুতেই দ্বিধার ভেতর ফেলে দিতে চাইছে। এই পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে যখন কোনো মিডিয়া এগিয়ে চলে, তখন মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা হারায়; এবং এই সময়ের সাংবাদিকতার অত্যন্ত দায়িত্বশীল জায়গা তৈরি হওয়ার আগেই সেটা তার প্রয়োজনীয়তা তৈরি করতে ব্যর্থ হয়।

উদিসা ইসলাম সাংবাদিক, ঢাকা ট্রিবিউন। udisaislam@gmail.com